গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
আইসিটি সেল
www.sylhetdiv.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০১১.৩৬.০০১.২৪.১০৮

তারিখ: ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
১৫ মে ২০২৪

বিষয়: **সিলেট বিভাগে ইনোভেশন শোকেসিং/উদ্ভাবনী মেলা ২০২৪ আয়োজনের প্রতিবেদন প্রেরণ।**

সূত্র: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সিপি-৩ শাখা এর ২২.০১.২০২৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৯৭.০৫.০০১.২৩.৩ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সিলেট বিভাগে বিভাগীয় পর্যায়ে ইনোভেশন শোকেসিং/উদ্ভাবনী মেলা ২০২৪ গত ০৯ ও ১০ মে, ২০২৪ তারিখ মোহাম্মদ আলী জিমনেসিয়াম, জেলা স্টেডিয়াম, রিকাবীবাজার, সিলেট-এ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ইনোভেশন শোকেসিং/উদ্ভাবনী মেলা আয়োজনের প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

২০-৫-২০২৪
আবু আহমদ ছিদ্দীকী, এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার
ফোন: ০২৯৯৬৬৪৩২৬৬
ইমেইল:
divcomsylhet@mopa.gov.bd

সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ
সচিবালয়, ঢাকা

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০১১.৩৬.০০১.২৪.১০৮/১(২)

তারিখ: ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
১৫ মে ২০২৪

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) উপসচিব, প্রশাসন-৪ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২) সিনিয়র সহকারী সচিব, সিপি-৩ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২০-৫-২০২৪
আবু আহমদ ছিদ্দীকী, এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
আইসিটি সেল
www.sylhetdiv.gov.bd

সিলেট বিভাগে উদ্ভাবনী মেলা ২০২৪ আয়োজনের প্রতিবেদন

সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবন কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং সবচেয়ে উপযোগী আইডিয়াকে শনাক্তকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরির উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর অংশ হিসেবে সিলেট বিভাগে উদ্ভাবনী মেলা-২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে গত ০৯ ও ১০ মে ২০২৪ তারিখে মোহাম্মদ আলী জিমনেসিয়াম, জেলা স্টেডিয়াম, রিকাবীবাজার, সিলেটে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। দুইদিন ব্যাপী আয়োজনের অনুষ্ঠান সূচি ছিল নিম্নরূপ:

সময়	অনুষ্ঠান সূচি
০৯ মে ২০২৪	
১০.৩০-১২.০০টা	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
১২.০০-১৬০০টা	বিভিন্ন দপ্তর/কার্যালয় এর উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ উপস্থাপন
১৬.০০-১৮.০০টা	ইনোভেশন বিষয়ক ডকুমেন্টারি/অ্যানিমেশন প্রদর্শন
সময়	অনুষ্ঠান সূচি
১০ মে ২০২৪	
১০.৩০-১১.০০টা	ইনোভেশন বিষয়ক ডকুমেন্টারি/অ্যানিমেশন প্রদর্শন
১১.০০-১৩.০০টা	কুইজ প্রতিযোগিতা
১৪.০০-১৫.০০টা	“স্মার্ট বাংলাদেশ ও উদ্ভাবন: ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে উত্তরণ” বিষয়ক সেমিনার
১৫.০০-১৮.০০টা	সমাপনী অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ

প্রধান অতিথি হিসেবে বিভাগীয় উদ্ভাবনী মেলা-২০২৪ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আমেনা বেগম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব ডা. মোঃ নূরুল হক, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট এর পুলিশ কমিশনার জনাব মোঃ জাকির হোসেন খান, পিপিএম, সিলেট রেঞ্জ এর অতিরিক্ত ডিআইজি জনাব সৈয়দ হারুন অর রশীদ, জনাব শেখ রাসেল হাসান, জেলা প্রশাসক, সিলেট মহোদয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আবু আহমদ ছিদ্দীকী, এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার সিলেট এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব দেবজিৎ সিংহ, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), সিলেট। অতিথিগণ তাঁদের বক্তব্যে উদ্ভাবনী উদ্যোগ দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নকে কিভাবে ত্বরান্বিত করে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। বক্তারা আরো বলেন, উদ্ভাবনী চিন্তা প্রতিটি কর্ম বা সেবাকে করে তোলে জনবান্ধব এবং জনকল্যাণকর। প্রথাগত সেবার/কাজের ধরণে সামান্য পরিবর্তন করে অথবা ভিন্ন/একদম নতুন ধারণার উদ্ভাবনের মাধ্যমে সরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের সেবা ও কাজের মান উন্নয়ন করে জনগনের সেবা পাওয়াকে সহজলভ্য করাই উদ্ভাবনী মেলার মূল উদ্দেশ্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন জনাব মাখন চন্দ্র সূত্রধর, সিনিয়র সহকারী কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।

সিলেট বিভাগীয় উদ্ভাবনী মেলা ২০২৪ এ অত্র বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান হতে ২৩টি কার্যালয়/প্রতিষ্ঠান/দপ্তর তাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ প্রত্যেক স্টলে আগত অতিথি ও দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছিলো।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্বের সমাপ্তির পর অতিথিবৃন্দ বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। স্টল পরিদর্শনকালে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠান অতিথিবৃন্দের সম্মুখে তাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন, উপরন্তু এই উদ্যোগ কিভাবে সেবা প্রদানের ধরণকে সহজলভ্য করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এবং কাজ সম্পাদনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে সময়, ব্যয়, দর্শন (TCV) হ্রাস করে সে বিষয়ে তথ্য/উপাত্ত উপস্থাপন করেন। সেই সাথে বর্তমান উদ্যোগ প্রচলন করে সেবা প্রদান ও মান উন্নয়নে প্রচলিত ধরনের সাথে কতটুকু পার্থক্য সৃষ্টি করেছে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন।

পরবর্তীতে ১২.০০ টায় ডিজিটাল ডিসপ্লেতে বিভিন্ন কার্যালয়/প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে প্রদর্শন শুরু হয়। ২৩টি প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রদর্শন করেন। এ সময় মূল্যায়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মূল্যায়ন কমিটিতে ছিলেন জনাব মোহাম্মদ রোকন উদ্দিন, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), সিলেট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট এর প্রতিনিধি ও জনাব মাখন চন্দ্র সূত্রধর, সিনিয়র সহকারী কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন শেষে ডিজিটাল ডিসপ্লেতে ইনোভেশন বিষয়ক বিভিন্ন ডকুমেন্টারি/এনিমেশন প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রথম দিনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন অর্থ্যাৎ ১০ মে, ২০২৪ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় ইনোভেশন বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কুইজ প্রতিযোগিতায় সিলেট শহরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মধ্যে সনদ ও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বেলা ২.০০ টায় "স্মার্ট বাংলাদেশ ও উদ্ভাবন: ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে উত্তরণ" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার আবু আহমদ ছিদ্দীকী, এনডিসি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ডিআইজি জনাব জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর ও অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার জনাব মুঃ মাসুদ রানা এবং সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জনাব দেবজিৎ সিংহ, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), সিলেট। সেমিনারের শুরুতেই "স্মার্ট বাংলাদেশ ও উদ্ভাবন: ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে উত্তরণ" বিষয়ে তথ্যবহুল, চমৎকার উপস্থাপনার মাধ্যমে বিস্তারিত আলোকপাত করেন জনাব মোহাম্মদ মোবারক হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মহোদয়। সেমিনারে বক্তারা "স্মার্ট বাংলাদেশ ও উদ্ভাবন: ডিজিটাল

বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে উত্তরণ" এর প্রভাব, কিভাবে সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ইনোভেশনের মাধ্যমে এগিয়ে চলা যায় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। সাধারণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকারি প্রতিষ্ঠান/দপ্তরগুলোর সেবার মান কিভাবে আরো সহজ থেকে সহজতর করা যায়, উন্নত করা যায় তার দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

সেমিনার শেষে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শফিকুর রহমান চৌধুরী, এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ডিআইজি জনাব জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর ও অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার জনাব মুঃ মাসুদ রানা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোবারক হোসেন এবং অধ্যাপক জাকির হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগ। সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আবু আহমদ ছিদ্দীকী, এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার সিলেট।

আলোচনা পর্বে বক্তারা বলেন, "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ ২০৩০ অর্জন, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছে দিতে সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে কাজ করছে উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ। আমাদের প্রত্যেককে গতানুগতিক পদ্ধতির বাইরে এসে চিন্তা করতে হবে। কিভাবে সেবাসমূহ আরও সুন্দর করা যায়, জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করা যায় সে দিকে মনোযোগ দিতে হবে। সেবা সহজিকরণের জন্য উদ্ভাবিত পদ্ধতিসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তা ফলপ্রসু হলে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের ধরণকে সহজলভ্য করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এবং কাজ সম্পাদনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে সময়, ব্যয়, দর্শন (TCV) হ্রাসকরণের উপর গুরুত্বারোপ করে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠানকে সদয় দৃষ্টিপাত করার আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, উদ্ভাবনী মেলা ২০২৪ এ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠানকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান।

মূল্যায়ন কমিটি উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ ইনোভেশনের আকর্ষণীয়তা, বাস্তবে কতটুকু প্রয়োগযোগ্য, প্রয়োগের ফলে প্রচলিত ধরনের সাথে সেবা প্রদানে বাহ্যিকভাবে কতটুকু পার্থক্য সৃষ্টি করেছে, কাজ সম্পাদনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যম সময়, ব্যয়, দর্শন (TCV) কতটুকু হ্রাস করেছে ও উপস্থাপনের কৌশল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের মধ্যে ১ম স্থান, ২য় স্থান এবং ৩য় স্থান অধিকারীদের নির্বাচিত করেন।

বিভাগীয় উদ্ভাবনী মেলা ২০২৪ এ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/দপ্তরের বিভিন্ন আইডিয়া, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও বেস্ট প্র্যাকটিসসমূহ সংক্রান্ত ফলাফল নিম্নরূপ

অংশগ্রহনকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ	প্রাপ্ত নম্বর	ফলাফল
জেলা প্রশাসন, সিলেট	Smart Bangladesh Corner	২১	প্রথম স্থান
সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট	Towed Vehicles Management System	১৯	দ্বিতীয় স্থান
জেলা প্রশাসন, মৌলভীবাজার	"সবার জন্য পাইথন" নামক প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ	১৭	তৃতীয় স্থান

উদ্ভাবনী মেলা ২০২৪ এ অংশগ্রহণকারী ২৩টি প্রতিষ্ঠান/দপ্তরের বিভিন্ন আইডিয়া, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও বেস্ট প্র্যাকটিসসমূহ মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারী উদ্ভাবনী উদ্যোগ সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

(১) Smart Bangladesh Corner :

'স্মার্ট বাংলাদেশ কর্নার' এর মাধ্যমে ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষকে অবহিত, উদ্বুদ্ধ ও দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করার জন্য 'স্মার্ট বাংলাদেশ কর্নার' এ স্থাপন ও প্রদর্শন করা হয়েছে অত্যাধুনিক সব প্রযুক্তি। এখানে

রয়েছে রোবট, ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি, ভার্চুয়াল এসিস্ট্যান্ট, থ্রি-ডি প্রিন্টার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ড্রোন, ন্যানো ডিভাইস, ফাইভ জি প্রযুক্তি, অটোমেশন, বিগ ডাটা ও ব্লক চেইন এর ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ।

'স্মার্ট বাংলাদেশ কর্নার' পরিদর্শনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষ বাস্তবিক অর্থে দেখতে পারবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) কিভাবে কাজ করে; নিজ হাতে থ্রি-ডি/ফোর-ডি প্রিন্টিং (৩D/৪D Printing) এর কলাকৌশল শিখে নিতে পারবে; ভার্চুয়াল ও অগমেন্টেড রিয়্যালিটির (Virtual & Augmented Reality) মাধ্যমে কল্পনার বিস্তৃত জগৎ সম্পর্কে জানতে পারবে; স্মার্ট হোম অটোমেশন (Smart Home Automation), ভার্চুয়াল এসিস্ট্যান্ট (Virtual Assistant) আর ফাইভ জি (৫G) প্রযুক্তির মাধ্যমে পাবে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা এবং মানুষ ও প্রযুক্তির স্বয়ংক্রিয় মেলবন্ধন (Human Tech Integration); এর সাথে আরো দেখতে পাবে দৈনন্দিন জীবন ও শিল্পখাতে রোবটিক্সের (Robotics) বাস্তবধর্মী প্রয়োগ; ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজসহ ড্রোনের (AI Based Drone) নানামুখী ব্যবহার; ন্যানো ডিভাইস ব্যবহার করে জানতে পারবে (Nano Device) ন্যানো টেকনোলজির (Nano Technology) দুনিয়া; আরো জানতে পারবে আধুনিক সমস্যা সমাধানে বিগ ডাটা (Big Data) ও ব্লক চেইন (Block Chain) এর ব্যবহার । সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশ কর্নার' এ প্রতিনিয়ত সংযুক্ত করা হবে আরো নতুন নতুন প্রযুক্তি ও শিক্ষা সামগ্রী। 'স্মার্ট বাংলাদেশ কর্নার' এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তৈরি করা হবে 'স্মার্ট বাংলাদেশ ক্লাব'।

(২) Towed Vehicles Management System :

২০২১ সালে ট্রাফিক বিভাগ, এসএমপি, সিলেটে সর্বপ্রথম আটকৃত যানবাহনের অবমুক্তি ক্ষেত্রে সচ্ছতা ও জবাবদিহীতা আনয়নের লক্ষ্যে Towed Vehicles Management System সফট্ওয়্যারটি চালুকরণ এবং কার্যক্রম শুরু করা হয়। এতে আটকৃত যানবাহন, চালক ও মালিকদের তথ্যাদি ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়। আটককৃত গাড়ি Tow Slip এর মাধ্যমে ডাম্পিং ইয়ার্ডে গ্রহণ, Tow Slip অনুসারে গাড়ির নম্বর ও ধরণ, চালকের নাম, ঠিকানা, আটকের তারিখ, সময়, স্থান, আটককারী অফিসারের নাম, আটককারী রেকারের ধরণ অনুযায়ী উক্ত সফট্ওয়্যার এর মাধ্যমে লিপিবদ্ধকরণ ও ডাম্পিং ইয়ার্ডে গাড়ি সংরক্ষণ করা হয়। Towed Vehicles Management System এর মাধ্যমে মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হয়।

(৩) "সবার জন্য পাইথন" নামক প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ:

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য "সবার জন্য পাইথন" নামক প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । এ লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আইটিতে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে ।

প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উদ্ভাবনী মেলা ২০২৪ এ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সনদ বিতরণ করেন এবং বিজয়ী তিন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিজয়ী ছয় জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কার প্রদান শেষে সভাপতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এরকম উদ্যোগ চালু রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী, দর্শনার্থী এবং অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।